দেশে হচ্ছেটা কি?

নুরুল্লাহ মাসুম

{দীর্ঘদিন নেটে আমার উপস্থিতি নেই। পাঠক হয়তো ভেবে বসে আছেন ভিন্নমতের কিছু "বসন্তের কোকিল" এর মত নুরুল্লাহ মাসুমও গায়েব হয়ে গেছে এবং সম্ভবত আর ফিরবে না। তাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বেশ কিছুদিন কর্মক্ষেত্রে এতোটাই ঝামেলাতে ছিলাম যে, নিয়মিত নেটে বসতেও পারিনি। মরুপ্রন্তরে গরম এবং শীতের মধ্য সময়টাতে কাজের ব্যস্ততাও বেড়ে যায়। সবকিছু মিলিয়ে নেটের জন্য সময় খুজে নেয়াটা কখনো সখনো বেশ কঠিন হয়ে যায়। আশাকরি পাঠক সমাজ আমার এই দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে আমাকে ভুল বুঝবেন না।}

শুরুতেই মরহুম এস এ এম এস কিবরিয়ার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি, যেহেতু আমি সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করি। যারা এ গোত্রভুক্ত নন তারা বোধ করি এতেকরে কষ্ট পাবেন। তবু আমি পরলোকগত মানুষদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করতে অভ্যস্থ সেই ছেলেবেলা থেকে। কেন কিবরিয়া সাহেবকে এভাবে মরতে হলো? কি দোষ ছিল তাঁর?

বাংলাদেশের বাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে মংগাভাব চলছে বহুদিন ধরে। রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য হত্যাকান্ড চলছে বেশ উদ্যোমের সাথে। ১৯৭২ সালেই শুরু হয় সে মহোৎসব। আজো চলছে। সাধারণ মানুষ সেক্ষেত্রে প্রতিনিয়তই বলি হচ্ছে। বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকাগুলো তার জলন্ত স্বাক্ষি।

কাজী আরেফ, আহসানউল্লাহ মাস্টার এবং সর্বশেষ সংয়োজন কিবরিয়া। এরা বেশ জনপ্রিয় জননেতা, দু'জন আবার সংসদ সদস্যও ছিলেন। কিবরিয়া সাহেবতো অর্খমন্ত্রীও ছিলেন। এর বাইরেও কিবরিয়া সাহেবের আরো পরিচিতি ছিলো। তিনি ছিলেন একজন সার্থক আমলা এবং জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারী জেনাওেলের মর্যাদায় এসকাপের প্রধান ছিলেন।

আমি যতদূর জানি তিনি আনেকের মত সহিংস রাজনীতিবিদ ছিলেন না। তার দলে তিনি একটা সুন্দও অবস্থানে ছিলেন একজন সহনসশীল নেতা হিসেবে। আওয়ামী লীগের উপদেষ্ট পরিষদের সদস্য ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন না নেতৃত্বেও লড়াইয়ে। দীর্ঘ কর্মজীবনের শেষে দেশ সেবার মনেবৃত্তি নিয়েই একটি দলে যোগদান করেছিলেন। দলের ভেতরে তার প্রতিপক্ষ থাকার কথা নয়। বিরোধী দলে তার প্রতিপক্ষ থাকবে এটাই স্বাভাবিক তাই বলে তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে নিজেদের পথ কন্টশমুক্ত করতে হবে এমন পর্যায়ের মানুষতো তিনি ছিলেন না। তাহলে কে তার শত্রু? বিষয়টি অনেকের মতকরে আমাকেও ভাবিয়ে তুলেছে। একইভাকে কাজী আরেফের হত্যাকান্ডও আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল।

কিবরিয়া হগত্যাকান্ড তাহলে কি "ইস্যু" তৈরীর একটা ক্ষেত্র বিশেষ? প্রসঙ্গত বাংলাদেশ নিযুক্ত হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর ওপর বোমা হামলার বিষয়টিও এসে যায়। বিদেশী একজন কুটুতিকের ওপর কেন হামলা হবে? দেশে তো তার কোন শত্রু থাকার কথা নয়? সরকারই কেন বা তার নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন না। দেশের গোয়েন্দা বিভাগসমুহ বসে বসে কি করছে? হিংস্র জানোয়ারের নামে তৈরী গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা কেন তাদের নামের মত আচরণ করতে পারে না শত্রু চিহ্নিত করনে? নাকি তাদের সেই চরিত্রের বহিপ্রকাশ ঘটবে কেবল বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের পাকরাও করার ক্ষেত্রে? এখন মুখে মুখে শোনা যায়, দেশে অদৃশ্য একটা তৃতীয় শক্তি কাজ করছে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ঘোলা করা কাজে। কিবরিয়া সাহেবের নৃসংশ হত্যাকান্ডের পর দুবাই আওয়ামী লীগের উপদেষ্ট পরিষদের এক সদস্য মন্তব্য করলেন এবিষয়ে। প্রশ্ন করেছিলাম কারা এই তৃতীয় শক্তি? তিনি কোন উত্তর দিতে পারেন নি।

বাংলাদেশ সম্পর্কে নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন ছাপা হবার কয়েকদিনের মধ্যেই কিবরিয়া হত্যা কান্ড ঘটল। আমার নাক হয়তো বেশ পরিস্কার, তাই আমি এখানে কিছু একটা গন্ধ খুঁজে পাচ্ছি। এই যে তৃতীয় শক্তির কথা বলা হচ্ছে, যারা নাকি মাঠে নেমেছে বাংলাদেশকে তালেবান রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করার কাজে। তাদের দোষর হয়ে কাজ করছে, এরা কারা? বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যা কান্ড চলছে, সাথে যদি একজন বিদেশী কুটনীতিককে হত্যার প্রচেষ্টা চালানো যায় কিংবা সুযোগমত হত্যা করা যায়, তখন সরাসরি হস্তক্ষেপ করাটা অতি সহজ হয়ে যাবে। ইতোমধ্যে ২১ আগস্টের ঘটনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে এফবিআই পদার্পন করে ফেলেছে এবং কিবরিয়া হত্যাকান্ডের মধ্যদিয়ে আবারো তাদের মাঠে নামার সুযোগ এসে গেল। এর সাথে বৃটিশ গোয়েন্দা দলও সে সুযোগ পেয়ে গেছে আনোয়ার চৌধুরীর হত্যা প্রচেস্টার মধ্য দিয়ে।

বাংলাদেশের মানুষ ধর্মভীরু, ধর্মান্ধ নয়। তদুপরি তৈরী হচ্ছে "বাংলা ভাই", যে নাকি আবার সরকারী মদদও পাচ্ছে। স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীর নির্দেশ সত্তেও বাংলা ভাই গ্রেফফতার হয়না, তখন বুঝতে কষ্ট হয় না যে, প্রধানমন্ত্রীর থেকের ক্ষমতাবান মানুষ দেশে রয়েছে, যে নাকি পর্দার অন্তরালে থেকে দেশ চালাচ্ছেন। **কে সেই ক্ষমতাধর মানুষটি?**

গরীবের ঘরের সুন্দরী কন্যার অবস্থা যেমনটি হয়, আজ বাংলাদেশের অবস্থা তেমনটি। কেবল ভৌগলিক অবস্থানের কৌশলগত কারনে আমাদের দেশে এমন নৈরাজ্যময় অবস্থা আর কতদিন চলবে? কবে আমাদের দেশের রাষ্ট্রনায়করা সত্যিকার দেশপ্রেমিক হয়ে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টর মত সাহসী হয়ে উঠবেন? আর কতদিন আমাদের দেশের ভালমানুষেরা "বলির পাঠা" হবেন?(দুঃখিত, এর সমার্থক শব্দ বা বাগধারা এই মুহূর্তে খুঁজে পেলাম না বলে)।

এবার ভিন্নমত প্রসঙ্গ। কিবরিয়া হত্যাকান্ডের পরে দু'একজন নিয়মিত লেখক ছাড়া সেইসব বসন্তেরও কোকিলদের কারো অনুভূতি ভিন্নমতের পাতায় দেখা গেল না। যারা কিনা এক সময়ে বাংলার মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক লেখা নিয়ে প্রতিদিন ভিন্নমতের পাতায় হাজির হতে সনামে বা বেনামে। নাকি তারা খুশি হয়েছেন কিবরিয়া নামের এক "মোছলমান"-"জন্তু" "ইসলমিী জোসওয়ালার" হত্যাকান্ডে?

ভিন্নমতে ইদানিং বাংলার চেয়ে ইংরেজী লেখার প্রধান্য দেখা যাচ্ছে। আমার ভয় হয় অচিরেই ভিন্নমত আবার ইংরেজী ওয়েব পত্রিকা হয়ে না যায়।

এবার আরো একটা ভিন্ন প্রসঙ্গ।

দুবাইতে চলছে "দুবাই শপিং ফ্যাষ্টিভাল"। এবছর ডিএসএফ এর দশম বর্ষপূর্তি পালিত হচ্ছে। সেকারনে অন্যান্য বছরের তুলনায় আয়োজন এবং উৎসব আরো বেশী জমকালো। দুবাই শপিং ফ্যাস্টিভালে পৃথিবীর বহুদেশ অংশ নেয় তাদের দেশে উৎপাদিত পন্য বাজারজাত করনের উদ্যেশ্যে এবং স্বীয় সংস্কৃতি অন্যদের সামনে তুলে ধরার জন্য। বরাবরের মত এবারও বাংলাদেশ এ মেলায় অংশ নিয়েছে। এবং দুঃখজনক হলেও সত্য আগের তুলনায় এবারে বাংলাদেশের অংশগ্রহন আরো দুর্বল। মেলায় বাংলাদেশ প্যাভেলিয়নে ৪৮টি স্টলের মধ্যে ২৬টিই রয়েছে খালি। কোন প্রতিষ্ঠান স্টলগুলো ভাড়া নেয়নি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, যে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে প্যাভিলিয়ন তৈরীর নিয়মিত কন্টাক্ট পেয়ে আসছে, তাদের অবহেলার জন্য বছর বছর মেলায় অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা কমছে। পাঠক অবাক হবেন, মেলায় বাংলাদেশ থেকে কোন বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান এবার অংশ নেয়নি। আমাদের বিখ্যাত খাদির কোন স্টল বসেনি মেলায়। রেডিমেড গার্মেন্টেস এর স্টলে বিক্রি হচ্ছে ভারতীয় কাপড়। প্যাভেলিয়নের প্রবেশদ্বারের স্টলটি মেলা শেষ হবার আগেই প্রতিরাতে বন্ধ করে দিয়ে প্যাভেলিয়নে দর্শক-ক্রেতাদের আগমনে অনিহা সুষ্টি করছে। ব্যবস্থাপনার কথা নাইবা বললাম। অংশগ্রহনকারীদের অনেক অথিযোগ আছে প্যাভেলিয়ন ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে। এ অবস্থা চলতে থকলে আগামীতে হয়তো মেলা কর্তপক্ষ বাংলাদেশ আর প্যাভেলিয়ন বরাদ্দ দিতে আগ্রহ দেখাবে না। অথচ ডিএসএফ এতদ্বঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বড় বানিজ্য মেলা। বিপননের ক্ষেত্রেতে বড় একটা সুযোগ কেন আমরা হারাতে চলেছি, কে বা কারা এ জন্য দায়ী? দুবাইয়ে আমাদের সরকারী দায়িত্বপ্রাপ্তরা কি করছেন? বিশ্বজাজারে আমাদের পন্য উপস্থাপনে কেন এই অবহেলা? কারা এরা, যারা আমাদের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেবার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে দেশে এবং দেশের বাইরে এভাবে কাজ করে যাচ্ছে? আমাদের নেতারা কি এ নিয়ে ভাবেন?

এখনও সময় আছে, নেতারা ভেবে দেখুন, নইলে দেশটার অস্তিত্বই যখন সংকটাপন্ন হবে আপনার কোথায় গিয়ে দাড়াবেন? কোন দেশের নেতা হবেন তখন আপনারা?

সবাই ভাল থাকুন।

দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত
৩১ জানুয়ারী, ২০০৫

Please visit & support: http://www.geocities.com/sporshok